## টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর

| | |
|---|---|
| জেনারেল ম্যানেজার | ০৫৬১৫৩৫৭১, ০১৭৬৯৪০০০৭৯ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (সদর দপ্তর-কারিগরী) | ০১৭৬৯৪০২০৯৩ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পঞ্চগড় জোনাল অফিস | ০৫৬৮৬১৪৮৪, ০১৭৬৯৪০০২৭৪ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পীরগঞ্জ জোনাল অফিস | ০৫৬২৪৫৬৩৫৮, ০১৭৬৯৪০০২৭৩ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০৭৪৩৩ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, রুহিয়া জোনাল অফিস | ০১৭০৪১০৬৬৫১ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, দেবীগঞ্জ জোনাল অফিস | ০১৭০৪১০৬৭৩৮ |
| ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, রাণীশংকৈল জোনাল অফিস | ০১৭০৪১০৬৭৩৭ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য সেবা) | ০১৭৬৯৪০০৮১৩ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) | ০১৭৬৯৪০২৬০১ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ-হিসাব) | ০১৭৬৯৪০০৮১৫ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ-রাজস্ব) | ০১৭৬৯৪০২৩৯৯ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ইএন্ডসি), সদর দপ্তর | ০১৭৬৯৪০৭০১৭ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), সদর দপ্তর | ০১৭৬৯৪০০৮১৪ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (আই টি-১), সদর দপ্তর | ০১৭০৪১০৬৬৫৩ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (আই টি-২), সদর দপ্তর | ০১৭১৪১০৫৯২৫ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), বোদা সাব-জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০০৮১৭ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০৭৪৩৪ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), আটোয়ারী সাব-জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০২২৭০ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), হরিপুর সাব-জোনাল অফিস | ০১৭৮৩৪১৩৪৪১ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), পঞ্চগড় জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০০৮১৬ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), পীরগঞ্জ জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০২০৪১ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), রুহিয়া জোনাল অফিস | ০১৭০৪১০৬৬৫২ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), দেবীগঞ্জ জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০৭৫৬৭ |
| সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), রানীশংকৈল জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০২২৭০ |
| ভূল্লী এরিয়া অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩৩ |
| গড়েয়া এরিয়া অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯২৮ |
| ময়দানদিঘী এরিয়া অফিস | ০১৭৬৯৪০৭০৪৬ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, সদর দপ্তর | ০১৭৬৯৪০১৯২৬ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, পঞ্চগড় জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩১ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, পীরগঞ্জ জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩০ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯২৭ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, রুহিয়া জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩২ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩৭ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, রাণীশংকৈল জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩৪ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, বোদা সাব-জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯২৯ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, আটোয়ারী সাব-জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০৭৫৬৮ |
| অভিযোগ কেন্দ্র, হরিপুর সাব-জোনাল অফিস | ০১৭৬৯৪০১৯৩৫ |
| ইনচার্জ, নেকমরদ অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০১৯৩৬ |
| ইনচার্জ, ভাউলাগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০১৯৪০ |
| ইনচার্জ, লাহিড়ীহাট অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০২২৬৯ |
| ইনচার্জ, টেপ্রিগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০২৬২৬ |
| ইনচার্জ, হরিহরপুর অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০১৯৩৮ |
| ইনচার্জ, শিবগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০৭৪৩৫ |
| ইনচার্জ, নয়াদিঘী অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০৭৪৩৬ |
| ইনচার্জ, দেবনগর অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০৭৪৩৭ |
| ইনচার্জ, বৈরচুনা অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০৭৫৭০ |
| ইনচার্জ, টুনিরহাট অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭৬৯৪০৭৫৬৯ |
| ইনচার্জ, ফুলবাড়ি অভিযোগ কেন্দ্র | ০১৭১৪১০৫৯২৪ |

## এক অবস্থানের সেবা

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সদর দপ্তর, জোনাল অফিস এবং সাব-জোনাল অফিস সমূহের এক অবস্থানে সেবা কাউন্টারে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ বিল/ মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ, নাম পরিবর্তন, লোড বৃদ্ধিসহ সকল ধরনের অভিযোগ/ আবেদন জানানো যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

## বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগ

বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগ যেমনঃ চলতি মাসের বিল পাওয়া যায়নি, বকেয়া বিল, অতিরিক্ত বিল, বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত এসএমএস পাওয়া যায়নি ইত্যাদির জন্য '' এক অবস্থানে সেবা কাউন্টার'' এ যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান সম্ভব হলে তা নিষ্পত্তি করা হবে। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দিয়ে পরবর্তীতে যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে এবং পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

## বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ নির্দিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্র/ সদর দপ্তর/ জোনাল অফিস/ সাব-জোনাল অফিস/ এরিয়া অফিসে জানানো হলে আপনাকে একটি অভিযোগ নম্বর ও নিষ্পত্তির সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেয়া হবে। অভিযোগ নম্বরের ক্রমাণুসারে আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভুত করার লক্ষ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভুত করা সম্ভব না হয়, তার কারণ গ্রাহককে অবহিত করা হবে।

## নতুন সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

০১। আবাসিক নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকাঃ

| অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। | | অন লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে | |
|---|---|---|---|
| ক) | জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; | ক) | আবেদনকারীর ১ কপি (স্ক্যান) ছবি (মোবাইল নম্বরসহ)। |
| খ) | জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ; | খ) | জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নি এর স্ক্যান কপি। |
| গ) | পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না) | গ) | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর এন্ট্রি দিতে হবে। |
| ঘ) | বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপন সনদ; | | |
| ঙ) | রাজউক/সিডিএ/কেডিএ/আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। | | |
| মোট= ০৫ টি | | মোট= ০৩ টি | |

[বিঃ দ্রঃ আবাসিক গ্রাহকের লোড ৫০ কিলোওয়াটের উপরে হলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন লাগবে]

### ২) বাণিজ্যিক নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকাঃ

| অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। | | অন লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে | |
|---|---|---|---|
| ক) | জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; | ক) | আবেদনকারীর ১ কপি (স্ক্যান) ছবি (মোবাইল নম্বরসহ)। |
| খ) | জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ; | খ) | জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নি এর স্ক্যান কপি। |
| গ) | পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না); | গ) | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর এন্ট্রি দিতে হবে। |
| ঘ) | বাণিজ্যিক ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপন সনদ; | | |
| ঙ) | রাজউক/সিডিএ/কেডিএ/আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); | | |
| চ) | এইচটি সংযোগের ক্ষেত্রে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন লাগবে। | | |
| মোট= ০৬ টি | | মোট= ০৩ টি | |

### ৩) শিল্প সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকাঃ

| অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। | |
|---|---|
| ক) | জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; |
| খ) | জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ; |
| গ) | পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না); |
| ঘ) | রাজউক/সিডিএ/কেডিএ/আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); |
| ঙ) | শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে লোড ৫০ কিলোওয়াটের অধিক হলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন ও অগ্নি নির্বাপন সনদ লাগবে। |
| মোট= ০৫ টি | |

### ৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সেবামূলক প্রতিষ্ঠান/হাসপাতালে সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকাঃ

| অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। | |
|---|---|
| ক) | জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির); |
| খ) | জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজপত্র; |
| গ) | পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); |
| ঘ) | রাজউক/সিডিএ/কেডিএ/আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); |
| ঙ) | বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপন সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাগবে। |
| মোট= ০৫ টি | |

### ৫) সামাজিক বা বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বা নির্মাণ কাজের জন্য অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা

| অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। | |
|---|---|
| ক) | পাসপোর্ট সাইজের ছবি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির); |
| খ) | জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটেকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির) |
| গ) | সামাজিক বা বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র; |
| ঘ) | ডেভেলপার কর্তৃক ভবন নির্মাণ করা হলে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত পাওয়ার অব এটর্নি। |
| মোট= ০৪ টি | |

### ৬) সেচ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকাঃ

| অফ লাইনের যে সমস্ত কাগজ পত্র জমা দিতে হবে। | |
|---|---|
| ক) | পাসপোর্ট সাইজের ছবি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির); |
| খ) | জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটেকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির) |
| গ) | সেচ কমিটির অনুমোদনপত্র |
| মোট= ০৩ টি | |

**বিঃ দ্রঃ** উল্লেখ্য যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাভুক্ত সকল আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প পর্যায়ের সংযোগের ক্ষেত্রে করদাতা সনাক্তকরণ নাম্বার (TIN) বাধ্যতমূলকভাবে জমা প্রদান করতে হবে।

## গ্রাহকের নাম পরিবর্তন পদ্ধতি

গ্রাহক ক্রয়সূত্রে /ওয়ারিশসূত্রে/ লিজসূত্রে জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সকল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি/ ওয়ারিশ কায়েম পত্র/ মালিকানা সনদপত্র ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি, ০২ কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা ছবিসহ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার বরাবরে নাম পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে। সরেজমিনে তদন্ত করে নাম পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত ফি এবং বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করা সাপেক্ষে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে নাম পরিবর্তন করা হবে।

## লোড বৃদ্ধিকরণ

- লোড বৃদ্ধির জন্য আবেদন ফি সহ আবেদন করতে হবে।
- বর্ণিত লোডের জন্য প্রযোজ্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।
- লোড বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যমান হারে জামানত প্রদান করতে হবে।
- অতিরিক্ত লোডের জন্য সার্ভিস তার/ মিটার ও ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উক্ত ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে।

## নতুন সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ

| ক্রঃ নং | গ্রাহক শ্রেণী | অনুমোদিত লোড সীমা (কিঃওঃ) | জামানতের হার (টাকা/কিঃওঃ) |
|---|---|---|---|
| ০১ | আবাসিক এবং সেচ (এলটি) | ০২ কিঃ ওঃ পর্যন্ত | ৪০০.০০ |
| | | ০২ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্বে | ৬০০.০০ |
| ০২ | শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্ষুদ্র শিল্প, নির্মাণ, রাস্তার বাতি, পানির পাম্প, ব্যাটারী চার্জিং | সকল | ৮০০.০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | স্টেশন, বাণিজ্যিক, অফিস এবং অস্থায়ী (এলটি) | | |
| ০৩ | এমটি (১১ কেভি), এইচটি (৩৩ কেভি) এবং ইএইচটি (১৩২ ও ২৩০ কেভি) | সকল | ১০০০.০০ |

## বিবিধ চার্জ/ ফি

| বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ | | গ্রাহক শ্রেণি/ প্রযোজ্যতা | | ফি/চার্জ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য) | এলটি | ক) এক ফেজ | ১০০.০০ |
| | | | খ) তিন ফেজ | ৩০০.০০ |
| | | এমটি এবং এইচটি | | ১০০০.০০ |
| | | ইএইচটি | | ২০০০.০০ |
| ০২ | অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি | এলটি | ক) এক ফেজ | ২৫০.০০ |
| | | | খ) তিন ফেজ | ৫০০.০০ |
| | | এমটি | | ১০০০.০০ |
| ০৩ | বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ(DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC) | এলটি | ক) এক ফেজ | ৩০০.০০ |
| | | | খ) তিন ফেজ | ৮০০.০০ |
| | | এমটি এবং এইচটি | | ৫০০০.০০ |
| | | ইএইচটি | | ১০০০০.০০ |
| ০৪ | গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)/গ্রাহকেরঅনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC) | এলটি | ক) এক ফেজ | ২০০.০০ |
| | | | খ) তিন ফেজ | ৪০০.০০ |
| | | এমটিএবং এইচ | | ১০০০.০০ |
| | | ইএইচটি | | ২০০০.০০ |
| ০৫ | গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ | এলটি | ক) এক ফেজ | ২০০.০০ |
| | | | খ) তিন ফেজ | ৪০০.০০ |
| | | | গ) এলটিসিটি | ৬০০.০০ |
| | | এমটি এবং এইচটি | | ২০০০.০০ |
| | | ইএইচটি | | ৪০০০.০০ |
| ০৬ | গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ | এলটি | ক) এক ফেজ | ১৫০.০০ |
| | | | খ) তিন ফেজ | ৩০০.০০ |
| | | | গ) এলটিসিটি | ৫০০.০০ |
| | | এমটি এবং এইচটি | | ১০০০.০০ |
| | | ইএইচটি | | ২০০০.০০ |
| ০৭ | গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ কাটআউট সহ ট্রান্সফরমার ভাড়া। ৩০ দিন পর , তবে বিশেষ বিবেচনায় দ্বিগুন হারে ৩০ দিন) | সর্বোচ্চ ৩০ দিন | | ০২ টাকা কেভিএ/ দিন |
| | | ৩০ দিন পর। | | ০৪ টাকা কেভিএ/ দিন |

## গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়

- ৫০ কি:মি: পর্যন্ত সকল সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সোসরিজ, সার্ভিস ড্রপসহ স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক বহন করা হবে।
- শিল্প ও বানিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে ০২ স্প্যান পর্যন্ত এইচটি ও এলটি, কনভার্সন এবং নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।
- পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। আপনার সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যকে আলো জ্বালাতে সহায়তা করবে।
- সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন এবং বিলম্ব মাশুল পরিশোধের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন।
- বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় কল্পে মানসম্মত এনার্জি সেভিং বালব (CFL & LED) ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখুন।
- বৎসরামেন্ত পবিস হতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।
- মিটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতব আপনার। এর সার্বিক অবস্থা ও সীলসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- লোডশেডিং সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার আওতাধীন অভিযোগ কেন্দ্র থেকে জানা যাবে। বিদ্যুৎ চুরি ও এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকুন ও অন্যকে বিরত রাখুন।
- ইদানিং একটি সংঘবদ্ধ অসাধু চক্র চালু লাইন হতে ট্রান্সফরমার /বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/তার চুরির সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার এলাকায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি চুরি রোধে তথ্য দিয়ে সমিতিকে সহযোগিতা করুন।
- পিক-আওয়ার : বিকাল ০৫ টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত।
- অফ-পিক আওয়ার : রাত ১১টা থেকে পরদিন সকাল ০৭ টা পর্যন্ত।

## ‘‘সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ’’ শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ সরকার কৃষক ভাইদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করে কৃষকদের মাঝে বিশেষ অনুদান দিয়ে কম মূল্যে সোলার পাম্প বিতরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৩২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন বিভিন্ন উপজেলাসমূহে ২,০০০টি সোলার সাবমারসিবল পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে।

## প্রকল্পের সোলার পাম্পের সুবিধাসমূহ এবং ব্যবহারঃ

- প্রকল্প অর্থায়নে অনুদান থাকায় পাম্প প্যাকেজসমূহ বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পাওয়া যাবে।
- এই প্রকল্পের সকল পাম্প সাবমারসিবল বিধায় শুকনা মৌসুমে পানির সত্মর নেমে গেলেও পানি সরবরাহে কোন বিঘ্ন ঘটবে না।
- এই প্রকল্পের পাম্পসমূহের প্রধান যন্ত্রাংশে নূন্যতম ৫ বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে।
- এই প্রকল্পের পাম্প সিস্টেমে অত্যমত্ম উন্নতমানের সোলার প্যানেল, ইনভারটার ও পাম্প ব্যবহৃত হবে বিধায় এই পাম্প সিস্টেম দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই হবে।
- পাম্পটি স্থাপনের পর পাম্প চালানোর জন্য জ্বালানী বাবদ অমত্মত ২০ বছর আর কোন খরচ লাগবে না।
- পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম।
- একক/যৌথভাবে এই পাম্প ক্রয় করা যেতে পারে।
- পাম্পের মালিকগণ প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাবেন।
- এই পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে একজন ব্যক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হবে, যেন তিনি দ্রুততম সময়ে সেবা দিতে পারেন।

- সেচ ছাড়াও স্পন্সর/কৃষক উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিভিন্ন বিকল্প কাজে (যেমনঃ ধান ভাঙ্গানো, ব্যাটারী চার্জিং, ঘাস/খড় কাটা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ) ব্যবহার করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবেন।
- ভবিষ্যতে নেট মিটারিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে স্পন্সর/কৃষক বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবেন।

## নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে কতিপয় সতর্কবাণীঃ

** বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর কৌতুহলবশতঃ কখনও কোন রশি, কাঁচা কঞ্চি অথবা তৎজাতীয় কোন কিছু ছুঁড়ে মারবেন না।
** ছোট ছেলে মেয়েদের দ্বারা কখনও সুইচ, সকেট, হোল্ডারে বালব লাগানোর বা খোলার চেষ্টা করবেন না।
** ভিজা হাতে অথবা খালি পায়ে কখনও সুইচে হাত দিবেন না; সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকবেন না।
** সুইচ ‘‘অন’’ করা অবস্থায় কখনও হোল্ডারে বালব লাগানোর বা খোলার চেষ্টা করবেন না।
** সকেট থেকে প্লাগ বিচ্ছিন্নকরণের সময় তার ধরে টানবেন না; বরং প্লাগের দুই পাশের্ব চেপে ধরে আস্তে আলাদা করুন।
** কোন ব্যক্তি বা অন্য জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে শুকনো কাঠ/বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।
** বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখার সাথে সাথে সমিতিতে খবর দিন এবং সমিতির লোক না পৌছা পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন যাতে কেউ বিচ্ছিন্ন তার স্পর্শ না করতে পারে।
** বৈদ্যুতিক খুঁটি অথবা টানা তার সংলগ্ন মাটি কেটে উঠাবেন না তাতে খুঁটি হেলে পড়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।
** বৈদ্যুতিক খুঁটিতে অথবা টানা তারে গরম্ন ছাগল বাঁধবেন না।
** বৈদ্যুতিক লাইনের পাশর্ববর্তী গাছপালা কাটার সময় যদি তারের উপর পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গাছ-পালা কাটার আগে সমিতিতে খবর দিন।
** বৈদ্যুতিক লাইনের ক্ষতি হতে পারে এমনভাবে বিদ্যুতায়িত লাইনের নিচে বসতবাড়ী স্থাপন বা নতুন গাছ লাগাবেন না।
** বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের পাশে কখনও ঘুড়ি উড়াবেন না বা কাউকে উড়াতে দেবেন না।
** কোন অবস্থাতেই ঝুলমম্ব ফ্ল্যাক্সিবল বা নিম্নমানের তার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন না, তাতে আপনার বিপদ ঘটতে পারে।
** মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী তারে হাত দিবেন না।
** আপনার সংযোগ হতে কোন প্রকার পার্শ্ব সংযোগ দ্বারা অন্যকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন না।

## সেচ ও শিল্প সংযোগে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের প্রয়োজনীতা

এসি বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকৃত ক্ষমতা ও আপাত: ক্ষমতার অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে । বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইনডাকটিভ লোড বেড়ে গেলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায় । পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমান বৃদ্ধি পায় । ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি অপচয় বেশি হয়। সমিতি কর্তৃক সংযোগকৃত সকল প্রকার সেচ ও শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর মান ০.৯৫ ( শতভাগ ৯৫ ভাগ) বা তার উপরে রাখা বাঞ্চনীয় । পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর /অটো পি.এফ.আই ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়।

## কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অসুবিধা সমূহ

১. নির্দিষ্ট পরিমান বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সরবরাহ করতে কারেন্ট বেড়ে যায় ।
২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায় ফলে ভোল্টেজ কম পাওয়া যায়।
৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য তারের সাইজ বাড়াতে হয় নতুবা তার পুড়ে যায়।
৪. বিদ্যুতের অপচয় বৃদ্ধি পায়, ফলে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে হয় ।
৫. সার্কিটের তার, ট্রান্সফরমার, মটর প্রভৃতিতে উত্তাপ জনিত বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় বৃদ্ধি পায়।
৬. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির কর্মদক্ষতা ও আয়ু কমে যায় ।
৭. কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য বিদ্যুৎ বিলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়।

## পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির সুবিধা

১. মটরের তারের পাওয়ার লস এবং ভোল্টেজ ড্রপ কমবে।
২. ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে মটর বিরতিহীন ভাবে কাজ করবে, মটর গরম হবে না ফলে মটরের আয়ুষ্কাল বেশি হবে।
৩. ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে সিস্টেম লস কম হবে।
৪. ফিডারের ক্যাপাসিটি সহ সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।